শ্রীগোপাল
পাঞ্জাবী মহল
বাগুইআটি এ.সি. মার্কেট
কমপ্লেক্স, কোলকাতা-৫৯

নির্ভীক বাংলা সংবাদপত্র

Email: baguiatipatrika@gmail.com

বাগুইআটি পত্রিকা

(প্রতিপক্ষ নয়, প্রতি পক্ষে)

BAGUIATI PATRIKA

SAGAR FOOTWEAR

Phone : 033-2576 0184
Baguiati AC Market Shop No. 104 & 15

Volume - 4, Issue No. 8 ■ RNI No. WBBEN/2022/84047 ■ 26 January, 2026 ■ Page- 1 ■ Price Rs.3/-

পেনাল্টি মিস করা নরেন্দ্র মোদিকে গোল দিতে সিঙ্গুর যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘোষণায় থাকবে চমক

সুব্রত রায়

২৮ জানুয়ারি সিঙ্গুরে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পেনাল্টি মিস করা নরেন্দ্র মোদিকে গোল দিতে সিঙ্গুরে যাচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী। ফাটাফাটি খেলা হবে এই স্লোগানকে সামনে রেখে সিঙ্গুরের মাঠ থেকে বিজেপিকে গোল দেবেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।সিঙ্গুরে একসময় অনিচ্ছুক কৃষকদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন মুখমন্ত্রী। প্রশাসনিক সভা সেরে সেখানে করবেন জনসভা।হুগলি জেলার সিঙ্গুরের মাঠেই হবে তাঁর জনসভা। মন্ত্রী বেচারাম মান্নাকে জনসভার প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কোন জায়গায় এই জনসভা হবে টাটার এক সময় প্রস্তাবিত গাড়ি কারখানার জমিতেই। কোন মুখ করে এই জনসভার মঞ্চ বাঁধা হবে সে ব্যাপারে জায়গা চিহ্নিত করতে বেচারাম মান্নাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে। সিঙ্গুরে জমি আন্দোলন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

একটানা রাজনৈতিক আন্দোলন রাজ্যে বাম শাসনের ৩৪ বছরের অবসান ঘটিয়েছিল। এই সিঙ্গুরের জমিতে এসে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্প্রতি জনসভা করে গিয়েছেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক চাষীদের জমি ফেরতের আন্দোলন নিয়ে কোন মন্তব্য করেননি। প্রধানমন্ত্রী দিল্লি ফিরে যেতেই সিঙ্গুরের জনসভায় আসা মানুষজনকে একরাশ হতাশার কথা বলতে শোনা গেছে। সিঙ্গুরের জমি থেকে প্রধানমন্ত্রী কোন শিল্পের দিশা দেখাতে পারেননি রাজ্যবাসীকে। আগামী প্রজন্মকে নতুন শিল্পের স্বপ্ন দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কুৎসা করে বক্তব্য পেশ করে

➲ তিন পাতায়

এবার সেবাশ্রয় ক্যাম্প বাগুইআটির ৪৪নং বাস স্ট্যান্ডে

রোহন ভট্টাচার্য, বাগুইআটি পত্রিকা : আগামী ৩১ জানুয়ারী ও ১ ফেব্রুয়ারী বাগুইআটি ৪৪নং বাস স্ট্যান্ডে রাজারহাট গোপালপুর বিধানসভা এলাকায় সেবাশ্রয়-২ স্বাস্থ্য ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ১৫,১৬,১৮, ১৯ নং ওয়ার্ড এলাকার মানুষেরা এই উদ্যোগে অংশগ্রহন ও পরিষেবার সুযোগ নিতে পারবেন

➲ তিন পাতায়

কুনাল ঘোষের পর সঞ্জয় বক্সী

রাজু নস্করের বড়ো মাঠে খেলার জন্য চাপ বাড়ছেই, মুগ্ধ সাংসদ ও বিধায়ক

গৌতম ভট্টাচার্য,বাগুইআটি পত্রিকা: শুধু ৩৪ নং ওয়ার্ড নয়, বেলেঘাটার তামাম অঞ্চল মনে করছে সমাজসেবী রাজু নস্কর তাদের নেতা,যার মধ্যে আছে দূরদর্শিতা আর অনুপ্রেরনা। সবসময় থাকেন প্রচারের আড়ালে। কিন্তু আড়ালে থাকলেও প্রকাশ্যে এসে পড়ে তাঁর সমাজসেবা, নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা, নিরহঙ্কার ভাব আর মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকার এক দক্ষতা। গত দুর্গাপূজার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কথাটা প্রথম তুলেছিলেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ তথা তৃনমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ। তার অনুরোধ ছিল,রাজুকে ছোট মাঠে নয়,বড় মাঠে ,রাজনীতির বৃহত্তর আঙিনায় নামতে হবে ,খেলতে হবে। সেই অনুরোধ দিন যত যাচ্ছে তত যেন রাজুর উপর চাপ হিসেবে আরো বাড়ছে।রাজনৈতিক মহলের ভাষায়, আসলে কুনাল ঘোষের রাজনৈতিক পরিপক্কতা আর দক্ষ সাংবাদিক হওয়ার সুবাদে তার দূরদর্শী মন রাজুর মধ্যে থাকা এক বিশেষ ‘জনমোহিনী আকর্ষন’ তাকে মুগ্ধ করেছিল । কুনাল বাবুর কথায়, আমরা রাজুর শুধু প্রশংসা করবো, আর নেবো, এটা হয় না। পরিবর্তে আমাদেরও দায়বদ্ধতা আছে রাজুকে দেওয়ার। সেটা রাজনীতির ময়দানেও হতে পারে। শুধু রাজুকে একটু মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। একটা সময় ওকে বাহুবলী বলা হলেও রাজুর আমজনতার জন্য যে অবদান তা কিন্তু অস্বীকার করা যাবে না।নতুন ইংরেজি বর্ষের ১৭ জানুয়ারী সন্ধ্যায় ১০০ জন ছাত্রছাত্রীকে

➲ তিন পাতায়

MILLENNIUM SPEED EXPRESS
INTERNATIONAL & DOMESTIC
COURIER & CARGO SERVICES
Registered Office :
H/I-13, Joramandir, Baguiati, Kolkata - 700 159
NEAR VIP APEX NURSING HOME
Mobile : 7980855112 / 9874511032
E-mail : dhimanb249@gmail.com
Office : +91 3331739365

সনাতনীদের জাগ্রত করতে এই রামলালা পূজা : রাহুল সিনহা

সুস্মিতা সেন, সনাতনী ও আইনজীবি (কলকাতা উচ্চ আদালত)

জানুয়ারি মাস সবসময় একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে আপামর ভারতীয় এবং সনাতনীদের কাছে। জানুয়ারীর গুরুত্ব আমাদের বাঙালি তথা ভারতীয়দের কাছে যেমন স্বাদেশিক তেমনই সনাতনীদের কাছে একটি প্লাবন মাস। এই মাস স্বামী বিবেকানন্দের এবং নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস এর জন্ম মাস। এই জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের

➲ তিন পাতায়

MOHANTA PUBLIC SCHOOL
Based on CBSE Curriculum (New Delhi)
SULANGURI, P.O. - HATIARA, P.S. - ECO PARK (NEW TOWN) KOLKATA - 700 157
Email : mohantapublicschool@gmail.com
Website : www.mohantapublicschool.com
M : 89616 18079, 90513 06050
Admission Going on for 2026-2027
Free Admission for first 50 Students
Limited Seats for the Session 2026-27
English Medium
(Co-Ed.)
Play Group (2 Years) To Class- VII

সম্পাদকীয়

গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সুরক্ষিত নয়!

গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদপত্র বা সংবাদ মাধ্যমকে বলে। সেই মাধ্যমের কাজ সংবাদের কাছে পৌঁছে তাকে জনসমাজে সত্য ও নির্ভেজাল ভাবে পরিবেশন করা। হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক সাংবাদিক নিজস্ব স্বার্থে বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করেন বা চেপে যান। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জীবনের ঝুকি নিয়ে,পরিবার পরিজনের কথা ভুলে সংবাদ স্থলে যান, সংবাদ পরিবেশন করেন। সংবাদ কখনো নিরপেক্ষ হয় না। কারন কোনো সংবাদ পরিবেশন করতে গেলে এবং তার ভিতরে গেলে আরেকজনের বিরুদ্ধে চলে যায়। ফলে তিনি এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা রুদ্রমূর্তি ধারন করেন। তবে অনেক সংবাদ সরাসরি একজনের অপকর্মকে সমাজে জানিয়ে দিলেও তিনি খড়গহস্ত হয়ে ওঠেন। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার ঘটনার সঙ্গে হয়তো মিলে যেতে পারে। মিলে যেতে পারে উত্তরপ্রদেশ বা গুজরাটের ঘটনার সাথেও। এরকম সাংবাদিকদের উপর চড়াও হয়ে আক্রমন নতুন ঘটনা নয়। আজ বিরোধীপক্ষের আসনে বসে সততার প্রতীক হয়ে সাংবাদিকদের উপর আক্রমনের জোরালো প্রতিবাদ করছেন, দেখা যাবে সেই বাঘ বা বাঘিনী ক্ষমতায় এসে ও রাজ্যপাটে বসে তার নখ দাঁত দিয়ে সাংবাদিক ক্ষতবিক্ষত করছেন দলীয় কর্মীদের লেলিয়ে দিচ্ছেন। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, সাংবাদিকরা যদি সঠিক সংবাদ পরিবেশন করেন, তাহলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ সংবাদ সরকারের বিরুদ্ধে যায়। সরকারে থাকার একটা সুবিধা পুলিশ প্রশাসন তাদের হাতে। ক্ষমতার মধুও তাদের হাতে। তাই প্রথমে টোপ উপঢৌকনের ব্যবস্থা থাকে। সেই সাংবাদিককে যদি এতে বশীভূত করা না যায় তখনই আক্রমন।

যতদিন গণতন্ত্র থাকবে,আর গনতন্ত্র রক্ষার জন্য সাংবাদিকরা থাকবেন ততদিন সরকারী কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা আক্রমন করবেন। এই রোগ শুধু আমাদের রাজ্যে নয়, আমাদের দেশে নয়,সারা বিশ্বে। তবে বলে রাখি, সুযোগ বুঝে বিরোধীরাও কসুর করেন না। আর এই লাল চক্ষুকে অগ্রাহ্য করেই জনগনের কথা ভেবেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আসলে এই পেশাটা খুব কঠিন, খুব বিপদের। তার কারন আপনি সত্যের পক্ষে লড়ছেন, ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করছেন, গণতন্ত্রকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন।

মুগ্ধ সুজিৎ বসু, তাপস চ্যাটার্জীর মতে বিধাননগরের সেরা পুজো, তুলসী সিংহ রায় লালকেল্লা মন্ডপ গড়ে নতুন বার্তা

বাগুইআটি পত্রিকা : ২১ জানুয়ারি সন্ধ্যায় সল্টলেকের সিডি ব্লকের পার্কে বিধাননগর ঐক্যর পরিচালনায় উদ্বোধন হলো ১৬তম বর্ষের বাগদেবীর প্রতিমার। প্রত্যেক বছর এই পুজো অনুষ্ঠিত হয় বিধাননগর পৌর নিগমের ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের পৌর মাতা তথা মেয়র পরিষদ শ্রীমতি তুলসী সিংহ রায়ের উদ্যোগে। এই পুজোর উদ্বোধন করেন রাজ্যের দমকল ও জরুরী পরিষেবা দফতরের মন্ত্রী তথা বিধাননগরের বিধায়ক সুজিত বসু, রাজারহাট নিউটাউনের বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক স্বর্নকমল সাহা,মহানাগরিক পারিষদ আরাত্রিকা ভট্টাচার্য, বোরো চেয়ারম্যান রঞ্জন পোদ্দার, বোরো চেয়ারপারসন পিয়ালী সরকার,এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পৌর প্রতিনিধি কাকুলি সাহা, জয়দেব নস্কর, রত্না ভৌমিক, নন্দিনী ব্যানার্জী, বিধান নগর মহকুমা হাসপাতালে সুপার পার্থ প্রতিম গুহ, বিধান নগরের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ নন্দ গোপাল সহ বিশিষ্ট অতিথিরা এবং ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। এবছর সরস্বতী পুজো পড়েছে ২৩ জানুয়ারি, সামনেই ২৬শে জানুয়ারি, ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস। সেই কথা মাথায় রেখে দিল্লির 'লালকেল্লার' আদলে তৈরি হয়েছে মন্ডপ। মন্ডপের সামনে নেতাজির মূর্তি। মন্ডপের ভেতরে ঢুকলে দেখতে পাওয়া যাবে অসাধারণ সাবেকি ঘরোনার মা সরস্বতীর বিশাল মূর্তি। সারা প্যান্ডেল জুড়ে দেখতে পাওয়া যাবে বিভিন্ন বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ছবি এবং মনিষীদের মূর্তি। এই পুজোকে উপলক্ষ্য করে সিডি পার্কে বসেছে সুন্দর মেলা। এই পুজোর সভাপতি তথা ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের পৌর মাতা তথা মেয়র পারিষদ তুলসী সিংহরায় জানান ,আমরা প্রত্যেক বছর মানুষের কাছে কিছু নতুন ভাবনা উপস্থাপনা করার চেষ্টা করি। যেহেতু সামনে ২৩ জানুয়ারি এবং ২৬শে জানুয়ারি, সেই বিশেষ দিনগুলিকে মাথায় রেখে আমাদের এবছরের থিম দিল্লির লালকেল্লা। বাগুইআটি পত্রিকার প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, ঠিক বলেছেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এটা দিল্লী চলো অভিযানের সিম্বল ও বটে। দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু এই পূজো ও মেলা দেখে মুগ্ধ। রাজারহাট নিউটাউন এর বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায় বলেন, তার মতে এই পূজো বিধাননগরের শ্রেষ্ঠ পূজো। দুজনের কণ্ঠে শোনা গেল শৈশবকালের পুরনো স্মৃতি, এরই পাশাপাশি বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের যে বঞ্চনা, সেই নিয়ে সরস টিপ্পুনি কাটতে পিছুপা হলেন না নেতারা। এদিকে উদ্যোক্তারা জানান,পুজোর দিন ভোগ গ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়াও প্রত্যেকদিন বাংলার এবং মুম্বাইয়ের খ্যাতনামা শিল্পীদের গান, নাচ এবং সর্বোপরি যাত্রাপালার আয়োজন করা হয়েছে পুজো কমিটির তরফ থেকে। পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রত্যেক বিশিষ্ট সম্মানীয় ব্যক্তিদের সম্মানিত করেন তুলসী সিনহারায়। পুজোর উদ্বোধন হতে না হতেই বিধান নগর বাসীদের মধ্যে মা সরস্বতী ঠাকুর দেখার আগ্রহ চোখে পড়ার মতো, এমনকি সুদূর সাংঘাই থেকে একদল প্রতিনিধি এই মন্ডপ এবং প্রতিমা দেখতে আসেন। তারাও তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিলেন আমাদের সাথে।

ষড়যন্ত্র যতই করুক, বাংলা দিদির সাথে আছে

পলাশ সাধুখাঁ (প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ও টিচার ইন চার্জ, সিটি কলেজ স্কুল, কলকাতা)

প্রথমেই বলি- 'দেশের সেরা বাংলা,বিশ্বসেরা বাংলা, মাতৃময়ী মা বাংলা,কর্মময়ের বাংলা।' আর বাংলার অগ্রগতি স্তব্ধ করতে ষড়যন্ত্র যতই হোক, বাংলাকে থামানো যাবে না। আর উন্নয়নের এই বাংলা স্বভাবতই দিদির সাথেই আছে, থাকবে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে স্বাস্থ্যসাথী;উন্নয়ন ঘরে ঘরে, দিদি সবার অন্তরে...

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের পনেরো বছরের শাসনকাল পূর্ণ হতে চলেছে।লক্ষ্মীর ভান্ডার, সবুজ সাথী,নিজশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, দুর্গাপুজার জন্য লক্ষাধিক টাকা বরাদ্দ করার মতো অগণিত প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে আমাদের দিদির মা-মাটি-মানুষের সরকার জনকল্যাণ ও মানুষের মন জয় দুটিই করে চলেছে।বাংলার দশ কোটি মানুষ আগেও বুঝিয়েছে ও আগামীদিনেও দেখিয়ে দেবে যে তারা মমতাময়ী মায়ের স্নেহের ছায়াতেই থাকতে চায়।বাম জমানায় তাদের ভাড়া করা ক্যাডারদের অত্যাচারে কাঁপত বাংলার মানুষ।তাদের আতঙ্ক দূর করে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার সুস্থ পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছেন আমাদের দিদি। মাননীয়ার নেতৃত্বাধীন মা-মাটি-মানুষের সরকার ইতিমধ্যেই বারো লক্ষ মানুষকে 'বাংলার বাড়ির টাকা' পৌঁছে দিয়ে তাদের জন্য মাথার ছাদের বন্দোবস্ত করে দিয়েছে ও আগামী দিনে আরো কুড়ি লক্ষ মানুষের কাছে বাড়ির টাকা পৌঁছে যাবে। আমাদের সুযোগ্য নেতা ভবিষ্যতের কান্ডারী তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মাননীয় অভিষেক ব্যানার্জির নেতৃত্বে জেলায় জেলায় 'রণ-সংকল্প সভার' সাফল্য আজ সর্বজনবিদিত। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারুইপুরের সমাবেশ থেকে এই কর্মসূচির সূচনা। কোচবিহার,ইটাহার, বারাসাত,নদীয়া, বীরভূম, নন্দীগ্রামে, পুরুলিয়া ইত্যাদি যেখানেই তিনি যাচ্ছেন লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় বুঝিয়ে দিচ্ছে তাদের ভালোবাসার কথা, সমর্থনের জোয়ার।

এই দিগন্তবিস্তৃত সমাগম নিছক কোনো ছোটখাটো জমায়েত নয় বরং স্বৈরাচারী বিজেপিকে বিসর্জন দিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রণ-সংকল্প সভার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রোড শো গুলি হল ঐক্যবদ্ধ শপথ নেওয়ার এক মহামিলনক্ষেত্র।এই সভাগুলি থেকে অত্যাচারী বিজেপি সরকারের অন্যতম মেঘনাদ দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার

জ্ঞানেশ কুমারকে এস আই আর নিয়ে সাধারণ মানুষের ওপর করা অনৈতিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন যে তিনি আগেও দিল্লিতে কমিশনের দফতরে গিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এবার কলকাতার সি ই ও অফিসে গিয়েও সাধারণ মানুষকে তাদের তথ্যগত অসঙ্গতি নিয়ে হয়রানি করার বিষয় নিয়ে কথা বলবেন। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বার বার নির্বাচন কমিশনকে চিঠি পাঠিয়ে তাদের ভুলগুলো শুধরে নেওয়ার কথা বলেছেন।তিনি বারবার অভিযোগ করেছেন এস আই আর এর তালিকায় জীবিতদের মৃত দেখানো হচ্ছে যাতে ষড়যন্ত্রকারী বিজেপির সরকার বাইরে থেকে অবাঙালী দের এই রাজ্যে ঢুকিয়ে তাদের দিয়ে ভোট দেওয়াতে পারে ও জেতার পথ তৈরি করতে পারে। মাননীয় অভিষেক ব্যানার্জী তাঁর সভাগুলির রাম্পে নির্বাচন কমিশনের খাতায় মৃত ভোটারদের হাঁটিয়ে কমিশনকে কটাক্ষ করে বলেন এঁরা যদি মৃত হয় তাহলে উনি কি ভূতেদের সঙ্গে হাঁটছেন?উনি সোচ্চারে বাংলার মানুষের উদ্দেশ্যে বলেন যে ইভিএমের বোতাম যেন এমনভাবে টেপা হয় যাতে যারা আপনাদের আনম্যাপড করেছে তাদের বাংলার বাইরে বের করে দেওয়া যায়। বীরভূমের রামপুরহাটের সভা থেকে মাননীয় অভিষেক ব্যানার্জী বলেন অসুস্থ,বয়স্ক মানুষকে দূর-দূরান্ত থেকে শুনানিতে ডেকে হেনস্থা করা হচ্ছে।জেলায় জেলায় এস আই আর এর ভয়ে আত্মহত্যা ও বি এল ও মৃত্যু নিয়ে তিনি বারবার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি এও পরামর্শ দিয়েছেন নাম বাদ গেলে সকলেই যেন ছয় নম্বর ফর্ম পূরণ করে নতুন করে আবেদন করেন। বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেট দলের তারকা মহম্মদ শামি, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড.অমর্ত্য সেন, অভিনেতা সাংসদ দেব -এই সব ব্যাক্তিত্ব দের শুনানিতে ডাকা নিয়েও তিনি নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করেছেন।তবে দিকে দিকে মানুষ প্রতিবাদ করে বুঝিয়ে দিচ্ছে তারা এই অত্যাচার সহ্য করবেনা।গদি বাঁচাতে বিজেপি আজ এস আই আর এর নামে বিভিন্ন রাজ্যগুলোতে সংবিধান ও গণতন্ত্রের ওপর নগ্ন আক্রমণ চালাচ্ছে। সুপ্রিয় কোর্টে হেরে গিয়েও লজ্জা নেই এদের।মাননীয় অভিষেক ব্যানার্জীর মস্তিষ্কপ্রসূত অন্যতম একটি জনকল্যাণমুখী কাজ হল সেবাশ্রয়। ডায়মন্ড হারবার,বজবজ ও নন্দীগ্রামে এই সেবাশ্রয়ের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরিসেবায় বহু মানুষ উপকৃত। নন্দীগ্রামে নবনির্মিত সেবাশ্রয় শিবিরের দুটি মডেল ক্যাম্প উদ্বোধন করেন বাম জমানায় জমি আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত শহিদ পরিবারের সদস্যরা। বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারীর প্রবল বাঁধা সত্ত্বেও স্থানীয় মানুষদের ভীড় এখানে ছিল দেখার মতো।এখানে সকাল ৭ টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চিকিৎসকরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরিসেবা দিচ্ছেন।

সেবাশ্রয়গুলির বিভিন্ন ক্যাম্পগুলি থেকে সাধারণ মানুষ চোখ, হৃৎপিণ্ড,হাড়ের বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসা সুযোগ্য চিকিৎসকদের থেকে বিনামূল্যে পাচ্ছেন ও সেইসঙ্গে ভালো ওষুধ,লিভারের চিকিৎসার সুব্যবস্থা রয়েছে। মানুষ ধন্য ধন্য করছে মাননীয় অভিষেক ব্যানার্জীকে। বৃদ্ধ বৃদ্ধা ও অসুস্থ মানুষরা দুহাত তুলে আশীর্বাদ করছেন এই নবীন নেতাকে।

নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের এখানে কাজের সুযোগ করে দিয়েছেন। তিনি দলের মধ্যে নবীন প্রবীণের মেলবন্ধন ঘটিয়ে দলের ভিত মজবুত করেছেন।

ডায়মন্ড হারবারের জনগণের সু-স্বাস্থ্যের লক্ষ্যে তৈরি নিজের স্বপ্নের সেবাশ্রয়কে কয়েকদিন আগে পর্যবেক্ষণ করলেন। রাজনীতি নয়, মানুষকে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য পরিসেবা দেওয়াই অগ্রাধিকার পাবে নির্দেশ দিয়েছেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত সেবাশ্রয় শুধুই একটি মডেল ক্যাম্প নয়। ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার প্রতিটি সেবাশ্রয় ক্যাম্পে রাজনৈতিক মত ও দল নির্বিশেষে আসা প্রতিটি মানুষ যেন অত্যাধুনিক ও সর্বোচ্চ মানের পরিষেবা পান, সেটাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

রূপশ্রী প্রকল্পে নাম উঠতেই কৃতজ্ঞতা জানাতে ডেপুটি মেয়রের উন্নয়নের পাঁচালীতে হাজির

পারমিতা চৌধুরী, বাগুইআটি পত্রিকা : এর আগে বিদ্যালয়ে পেয়েছেন কন্যাশ্রী। বাড়ীর মহিলারা পাচ্ছেন লক্ষ্মীর ভান্ডার। এবার অবাঙালী কন্যা অঞ্জলি কুমারী সাউ পেতে চলেছেন রূপশ্রী প্রকল্পের সুবিধা। ইতিমধ্যেই নাম অনুমোদিত। ব্যাঙ্কে কয়েকদিনের মধ্যে ঢুকে যাবে ২৫ ০০০ টাকাও। বিয়ে ১৩ ফেব্রুয়ারী।ছেলে বর্ধমান সদরের রাজবাটি এলাকার টিন মার্কেটের। পাত্র পাত্রী দুজনেরই জন্মসাল ২০০৩। উচ্চমাধ্যমিক পাশ মেয়েটির বাড়ি বিধাননগর পৌর নিগমের ডেপুটি মেয়র অনিতা মন্ডলের ৩০ নং ওয়ার্ডে।।বাবা রাজেশ সাউ,মা দেবানতি দেবী। যেখানে অন্য মেয়েরা কন্যাশ্রী সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারী আর্থিক সহায়তা পেলেও ছবি পর্যন্ত তুলতে দিতে চান না, মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা পর্যন্ত জানান না,সেখানে যথেষ্ট বিগলিত চিত্তে বৈশাখী মলের কাছে ৩০ নং ওয়ার্ডের উন্নয়নের পাঁচালি অনুষ্ঠানে এসে উপস্থিত অঞ্জলি।

জানালেন কৃতজ্ঞতা, মুখ্যমন্ত্রী আর ডেপুটি মেয়রকে। মঞ্চে তখন মহানাগরিক পারিষদ তুলসী সিংহ রায়,মিনু দাস থেকে অন্যান্য পৌর প্রতিনিধি। সামনে শত শত মা বোনেরা। আসলে রূপশ্রী প্রকল্প আজ এমন একটি প্রকল্প যার সুবিধা বাঙালী,অবাঙালী বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষেরা পাচ্ছেন যাদের পরিবার আর্থিকভাবে দূর্বল। প্রসঙ্গক্রমে, বিশেষ সূত্রে জানা গেল, মুখ্যমন্ত্রীর এই স্বপ্নের প্রকল্পের সুবিধা যাতে অঞ্জলি পায় তার যাবতীয় সহায়তা করে দিয়েছেন ডেপুটি মেয়র স্বয়ং।

গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালের উদ্বোধন

সন্তু, শ্রীভূমি : ২৬ জানুয়ারী সাধারন্ত্র দিবসে শ্রীভূমিতে বহু প্রতীক্ষিত গান্ধী সেবা হাসপাতালের উদ্বোধন করলেন অগ্নিনির্বাপক মন্ত্রী সুজিত বসু। শ্রীভূমি ক্রিকেট কোচিং সেন্টারে অপরাহ্নে এই উপলক্ষে এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয় যেখানে উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসা জগৎ সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এদিন এখানে চিকিৎসার অন্তর্বিভাগ পরিষেবা শ্রীঘ্রই উদ্বোধন হয়। গান্ধী সেবা সদন হসপিট্যাল ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মন্ত্রী সুজিত বসু ছাড়াও ছিলেন প্রেসিডেন্ট ডঃ হিরন্ময় সাহা, ডঃ স্বপন মন্ডল,ডঃ নারায়ন ব্যানার্জী,

ডঃএস এন সিং,ডঃ সুজিত চৌধুরী,ডঃ স্বপন দে,ডঃ শান্তনু পাঁজা,ডঃ বিপুল সেন, টি কে চট্টরাজ,শ্যামল কর্মকার ,মহেশ শর্মা প্রমুখ। স্থানীয়দের ভাষায়, এয়ারপোর্ট থেকে কোনো ভিআইপি যখন ভিআইপি রোড ধরে আসেন তখন লেকটাউন শ্রীভূমির এলাকায় বড় ঘড়ি, বিবেক রথ, মেসি মারাদোনার মূর্তি দেখে খুশি হতেন, এবার নব সংযোজন এই হাসপাতাল। এদিকে মন্ত্রী মহোদয় জানান, ১০০ টা বেড করার পরিকল্পনা আছে। প্রথমে ৩০ টা, পর্যায়ক্রমে বাকীগুলো। সবরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় ইনফ্রাস্ট্রাকচার বানানো হচ্ছে। ৫টা ওটি,বাচ্চাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা, পেডিয়াট্রিক,ডেন্টাল থেকে সবধরনের। সারাদিন অজস্র মানুষ আসেন চিকিৎসার জন্য একটু ব্যবস্থা করে দেওয়ার। আর সেখান থেকেই ভাবনা, আমাদের যদি নিজেদের থাকে তাহলে কাউকে আর অন্য হাসপাতালের জন্য ব্যবস্থা করে দিতে হয় না। এখানে খুব কম খরচে চিকিৎসা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকছে।

রাজু নস্করের বড়ো মাঠে

➤ এক পাতার পর

ল্যাপটপ সহ নানা বিচিত্রানুষ্ঠানের শুভারম্ভে বাগুইআটি পত্রিকা সহ সংবাদ মাধ্যমকে তাঁর ঐ বলা কথার পুনরাবৃত্তি করতে দেখা যায়।এদিন গাড়ী থেকে নেমে সারাক্ষন হুইল চেয়ারে বসে থাকেন। কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু রাজুর অনুষ্ঠানে আসবেন না তা কখনো হয়? শত ব্যস্ততা সরিয়ে রেখে এসেছিলেন সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজুর টিম ম্যানেজমেন্ট আর দলমত নির্বিশেষে সমাজসেবা দেখে মুগ্ধ হন সাংসদ। এদিন তার ভাষনে রাজুর প্রশংসা করেন দ্বিধাহীনভাবে।

তিনি জানালেন বেলেঘাটা গান্ধীমাঠ ফ্রেন্ডস সার্কেলের পরিচালনায় ও ক্লাবের চেয়ারম্যান তথা সমাজসেবী রাজুর সৌজন্যে এটা এম. পি কাপ। রাজুর এইরকম অনুষ্ঠানে আসবেন না তা কখনো হয়? যেমন এসেছেন বিধায়ক পরেশ পাল। পরেশ বাবুর শরীরটা ইদানীং একদম ভালো যাচ্ছে না। দেখেই মনে হলো অসুস্থ।কিন্তু শিষ্য রাজুর পরিচালনায় গান্ধী মাঠের এমপি কাপে আসবেন না সেটাও কি কখনো হয়? প্রশংসা বেরিয়ে আসে তাঁর গলা থেকেও। এসেছিলেন স্বপন সমাদ্দারও। সবারই ব্যস্ততা।কিন্তু রাজুর মেগা ইভেন্ট সঙ্গে অকৃত্রিম ভালোবাসা আর আতিথেয়তা ,তাকে উপেক্ষা করবেন কি করে? তাই সবাই এসেছেন। যেমন এসেছেন দুই সাংসদ সায়নী ঘোষ ও জুন মালিয়াও। মুগ্ধতার রেশ পরিলক্ষিত হল এই দুইজন মহিলা সাংসদের চোখে মুখেও। যা প্রতিভাত হলো তাদের বক্তব্যে। রাজ্যসভার সাংসদ সুবক্তা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়েরও আমজনতার মাঝে তার ভাষনে ঐ কথারই প্রতিধ্বনি শোনা গেল। ৩৪নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর অধ্যাপিকা অলকানন্দা দাস বা উত্তর কলকাতায় দলের বিশিষ্ট নেতা অলক দাস সবার সঙ্গে রাজুর সুসম্পর্ক। তিনি কারো সঙ্গে খারাপ সম্পর্ক বা ব্যবহার করেন না বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। এদিকে ১৮ তারিখ রাতে সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে নস্টালজিক হয়ে পড়লেন পশ্চিমবঙ্গ তৃনমূল কংগ্রেসের সাধারন সম্পাদক ও ১৯৯৮ সাল থেকে একদম দলের জন্মলগ্নে থাকা সঞ্জয় বক্সী।দলের সম্পদ , মানুষের দুর্দিনের আশ্রয়স্থল এই নেতার সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানালেন, ছোট মাঠে নয়, রাজুকে বড় মাঠে দেখতে চাইছেন তিনি। তবে কি ২০২৬ এ দল চাইছে বড় মাঠে নামাতে? এই প্রবীন নেতা এর দ্বারা কি সেটাই বোঝাতে চাইলেন? আসলে নেতারাও উপলব্ধি করেন জনতা জনার্দন কাকে চাচ্ছেন?কাকে ভালোবাসেন।এব্যাপারে স্থানীয়দের প্রতিক্রিয়া, বেলেঘাটায় দলের মুখ্য ভোট ক্যাচার রাজু নস্কর আর তার সঙ্গে থাকা শুকদেব দাস ,স্বরাজ নস্কর সহ একটা টিম। ইতিমধ্যেই একটি জবরদস্ত মহিলা টিমও গড়েছেন রাজু।এরা সবসময় সক্রিয়। ২০২১ সালে পরেশ পালকে লিড দিয়ে জিতিয়েছিলেন প্রায় ৬৯ হাজার ভোটে। যদিও ২০২৪ এর লোকসভায় মার্জিন একটু কমে ৪৫ হাজারের মতো হয়ে যায়। রাজুর ক্ষোভ, দলের কিছু কর্মীর জমাদার থেকে জমিদার হয়ে ওঠার মানসিকতা ও তাদের দলের প্রতি আনুগত্য না থাকার জন্য এই ভোট কমে যাওয়া। তবে রাজু শুধু ৩৪ নং ওয়ার্ড নয়, কথা দিয়েছেন বেলেঘাটা বিধানসভায় যে ৮টি ওয়ার্ড রয়েছে দলীয় প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জেতাবেন। এদিকে সূত্র বলছে, প্রায় ৫০ হাজার ভোটদাতার নাম এস আই আরের জন্য বাতিল হয়ে গেছে। এদিকে আমজনতা কি বলছেন? তারাও নিশ্চিত,দল যদি তাদের ভালোবাসার রাজুকে যোগ্য সম্মান দেয়, তাহলে বিপুল ভোটে এখানে তৃন প্রার্থী জিতবেনই। এব্যাপারে রাজুর প্রতিক্রিয়া কি? তার সোজাসাপ্টা উত্তর। দল তাকে রাজনীতির বড় প্ল্যাটফর্মে নামাবেন কিনা সেটা দলের ব্যাপার। আমার কাজ দলকে এখানে আরো মজবুত করা। মানুষের সুখে দুঃখে পাশে থাকা। মানুষকে আনন্দে রাখা। সারাবছর নানা মানবিক ও সামাজিক কর্তব্যের মধ্য দিয়ে জনসংযোগ রক্ষা করা। তিনি আশাবাদী দলের সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বা দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন। রাজু আরো জানান, দল সবদিক বিচার করে যাকেই প্রার্থী করুক তিনি এই কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থীকে সর্বশক্তি দিয়ে বিপুল ভোটে জেতাবেন । এটা তাঁর কমিটমেন্ট।

এদিকে ২৫ জানুয়ারী এস.আই.আর শুনানীর নাম করে সাধারন মানুষকে ডেকে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির এই হয়রানি করার অভিযোগে প্রতিবাদ জানিয়ে সমাজসেবী রাজু নস্কর, রাজ্য তৃনমূল কংগ্রেসের সাধারন সম্পাদক তথা ৩৪ নং ওয়ার্ডের সভাপতি অলক দাস ও পৌর প্রতিনিধি অধ্যাপিকা অলকানন্দা দাসের পরিচালনায় ৩৪ নং ওয়ার্ডে এক বিশাল মিছিল বিভিন্ন এলাকা ঘোরে।

একই রকমভাবে ২৬ জানুয়ারী সমাজসেবী রাজু নস্করকে বেলেঘাটা বিধানসভার ৮ টি ওয়ার্ডের বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেখা যায়। সেখানে তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর বিভিন্ন উন্নয়ন, অভিষেক ব্যানার্জীর সেবাশ্রয় সহ নানা প্রকল্পের কথা ও রাজ্যে তৃনমূল কংগ্রেসের প্রয়োজনীয়তা ও চতুর্থবার কেন তাদের সরকার গঠন দরকার তা নিয়ে নানা জায়গায় বক্তব্য রাখেন। স্থানীয়দের ভাষায়, রাজু নস্করের প্রয়োজনীয়তা ও জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর যে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে আমজনতার এই স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি প্রমান করে।

সনাতনীদের জাগ্রত করতে এই রামলালা পূজা

➤ এক পাতার পর

জন্ম মাস ও। এই জানুয়ারি মাস পৌষ এবং মাঘ এর মিলন উৎসবের মাস। বছরের শুরুতেই এই জানুয়ারী মাস কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তেমনি একটি হল এই বছরের মাঘ গুপ্ত নবরাত্রির ও বসন্ত পঞ্চমীর শুভ তিথি। এই শুভ তিথিতে ২২শে জানুয়ারি তেঘরিয়া শিতলা মন্দিরের সামনে, রাম লালা কমিটির তরফ থেকে তিন দিন ব্যাপি, রাম-লালার জন্ম উৎসব পালন করা হল। তিন বছর ধরে,২০২২ থেকে অযোধ্যায় যখন রাম মন্দিরের উদ্বোধন ও রাম লালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন থেকে তেঘরিয়া শীতলা মন্দিরের সামনে এই রাম লালা পুজো শুরু হয়। এই কমিটির সদস্যবৃন্দ রাজু সিং, সুস্মিতা সেন, জয়দেব মজুমদার, ভাস্কর নস্কর, নকুল ভট্টাচার্য, সঞ্চিতা বাগ এবং অন্যান্যরা যুক্ত হয়ে এই পুজো শুরু করেন। অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে এই পুজো এই বার তৃতীয় বছরে পা দিল। পুজোর উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবকরা এবং বিজেপির বলিষ্ঠ

নেতৃত্বগণ । রাম লালা পুজো কমিটির সদস্যবৃন্দদের তরফ থেকে তিন দিন ব্যাপী এই পুজোটিতে, সুন্দর কাণ্ড, কীর্তন ও খিচুড়ী-আলুরদম ভোগ বিতরণ করা হয়।অযোধ্যা থেকে আনানো রাম লালার বিশেষ মূর্তি ও তুলসী প্রদানে সবাইকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। পুজো কমিটির আহ্বানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাহুল সিনহা, অরিজিৎ বকসী এবং আরও অনেকে। রাহুল সিনহা পুজো কমিটির সবাইকে সাধুবাদ জানিয়ে তার বক্তব্যে জানালেন এই রাম লালা কমিটির উদ্যোগে করা এইরকম রাম লালা পুজো পাড়ায় পাড়ায় অত্যান্ত ভাবে দরকার সনাতনীদের জাগ্রত করার জন্য।

পেনাল্টি মিস করা নরেন্দ্র মোদিকে

➤ এক পাতার পর

দিল্লির বিজেপি নেতৃত্বে বেঁধে দেওয়া বুলি আওড়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যাতে বঙ্গীয় বিজেপি নেতৃত্ব নাকি ঠিকমত ইনপুট দিতে পারেনি বলে অভিযোগ তুলেছেন নিন্দুকেরা। কিন্তু বঙ্গ বিজেপি ব্রিগেড প্রধানমন্ত্রীকে ইনপুট দেবে এবং সেই বক্তব্য নরেন্দ্র মোদি সিঙ্গুরের জনসভায় পেশ করবেন এটা ভাবা হয়তো মূর্খের স্বর্গে বাস করার সমান। প্রধানমন্ত্রী কি বক্তব্য রাখবেন জনসভা থেকে তা দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ঠিক করে দেয়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সিঙ্গুরের জনসভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলন নিয়ে নরেন্দ্র মোদি কোন মন্তব্য না করায় আসন্ন বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাড়তি অক্সিজেন পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিরোধীরা যতই সেটিং-এর তত্ত্ব সামনে আনুক না কেন প্রধানমন্ত্রীর সেই জনসভাকে পাল্টা কাউন্টার করতে তাই এবার সিঙ্গুরে যাচ্ছেন একসময় সেই জমিতে আন্দোলনে পরিচিত মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই সিঙ্গুরের জমিতেই দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার পুরনো আন্দোলনকে সামনে রেখে বিজেপির বিরুদ্ধে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে জোরদার জবাব দেবেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বঙ্গে জঙ্গল রাজ চলছে বলে নরেন্দ্র মোদির তোলা অভিযোগকে রাজনৈতিকভাবে বক্তব্যের মাধ্যমে খন্ডন করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নরেন্দ্র মোদিকে তাঁর চেনা অন্যতম আন্দোলনের জমি সিঙ্গুরের মাঠ থেকে যোগ্য জবাব দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যে পরিবর্তনের ডাক দিয়ে গেছেন নরেন্দ্র মোদি তার যোগ্য জবাব হিসেবে বাংলার মেয়ে কতটা খাঁটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা প্রমাণ করতে তিনি ২৮ জানুয়ারি বুধবার হাজির হবেন সেখানে। তৃণমূল সূত্রে খবর, প্রধানমন্ত্রীর জনসভাতে যে ভিড় হয়েছিল তার থেকে দ্বিগুণ জমায়েত করার টার্গেট নিয়ে ঘাসফুল শিবির মঞ্চ বাঁধবে সিঙ্গুরের মাটিতে। কারণ বক্তা হলেন, বাংলার মেয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ওই মঞ্চ থেকেই সিঙ্গুরের জমিতে পেনাল্টি মিস করা নরেন্দ্র মোদিকে গোল দেবেন তৃণমূল সুপ্রিমো। এর সঙ্গে থাকবে গত ১৫বছরের উন্নয়নের পাঁচালীর পাশাপাশি সিঙ্গুরের জন্য বিশেষ বার্তা। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুনতে এসে যেভাবে সাধারণ মানুষ আশাহত হয়েছেন। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গেরুয়া শিবির মুখে উন্নয়নের কথা বললেও বঙ্গের জন্য কিছু ভাবে না এই বিষয়টি সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরবেন তৃণমূল নেত্রী। একই সঙ্গে থাকবে তার চতুর্থ বার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে আগামী দিনের উন্নয়নের পরিকল্পনার কথাও। থাকবে সিঙ্গুরের জন্য বিশেষ বার্তা ও। যেই আশায় বুক বাঁধবেন সিঙ্গুরবাসী।

এবার সেবাশ্রয় ক্যাম্প

➤ এক পাতার পর

বলে খবর।সকাল ৯ টা থেকে এই ক্যাম্প শুরু হবে ও বিভিন্ন বিভাগে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ থাকবেন। ১৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ইন্দ্রনাথ বাগুই জানান, এই সেবাশ্রয় ক্যাম্প সর্বভারতীয় তৃনমূল কংগ্রেসের সাধারন সম্পাদক ও ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে, স্থানীয় বিধায়ক অদিতি মুন্সির উদ্যোগে ও মহানাগরিক পারিষদ দেবরাজ চক্রবর্তীর তত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে।

শিক্ষা সংস্কৃতি

সম্পাদক : শিক্ষাবিদ ড. পার্থ কর্মকার

শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রী দরদী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. পার্থ কর্মকারকে পত্রিকার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল সরকারের বিভিন্ন সার্কুলার ও নিয়মাবলী অনেকের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছায় না। দীর্ঘদিন ধরে অনুরোধ করার পর বিনা পারিশ্রমিকে তিনি রাজি হয়েছেন সরকারের নানা ইতিবাচক দিক সহ শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয় তুলে ধরার জন্য। তাঁর এই সহযোগিতায় বাগুইআটি পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। এবার থেকে প্রতি সংখ্যায় শিক্ষা সংস্কৃতির একটি বিশেষ পাতা থাকছে, যার সম্পাদক ড. পার্থ কর্মকার।

গনিপুর হাই স্কুলের বিজ্ঞান ও হস্তশিল্প মেলার উদ্বোধন, উপস্থিত শিক্ষাবিদ পার্থ কর্মকার

বাগুইআটি পত্রিকা: সরস্বতী পূজা উপলক্ষে গনিপুর হাই স্কুল (উ.মা.) বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অত্যন্ত ভাবগম্ভীর ও উৎসবমুখর পরিবেশে এক বর্ণাঢ্য বিজ্ঞান ও হস্তশিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এই বছর প্রদর্শনীটি ৩২তম বর্ষে পদার্পণ করে। এটি বিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের শিক্ষাসাধনার এক গৌরবোজ্জ্বল ধারাবাহিকতাকে সুদৃঢ়ভাবে বহন করে। প্রদর্শনীটি ২২ ও ২৩ জানুয়ারি, প্রতিদিন বিকেল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত, বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থীর উপস্থিতিতে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় এক মর্যাদাপূর্ণ উদ্বোধনী সভার মাধ্যমে, যেখানে বহু বিশিষ্ট ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্বের উপস্থিত ছিলেন। এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক এবং বর্তমান সভাপতি ডক্টর পল্লব কুমার দত্ত মহাশয়ের প্রাণবন্ত বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় এবং এই স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষিকা মাননীয় চিত্রালি কুন্ডু মহাশয়া উপস্থিত সকল ছাত্র-ছাত্রী এবং কৃতি

ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের অবদানের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে এই অনুষ্ঠানটির শুভ সূচনা করেন। এই অনুষ্ঠানের পরবর্তীতে উপস্থিত ছিলেন ড. পার্থ কর্মকার, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের মাননীয় ডেপুটি সেক্রেটারি। তিনি প্রদর্শনী পরিক্রমা করে শিক্ষার্থীদের নির্মিত বিজ্ঞানভিত্তিক ও শিল্পনির্ভর মডেলসমূহ গভীর মনোযোগ ও আন্তরিক আগ্রহের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেন এবং শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, অনুসন্ধিৎসু মানসিকতা ও মননশীলতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। পরবর্তীতে বিদ্যালয়ের সভাগৃহে প্রদত্ত ড. কর্মকারের সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও অনুপ্রেরণাদায়ক বক্তব্য সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায় এবং সমগ্র অনুষ্ঠানের গৌরব ও মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করে। এই প্রদর্শনী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা, সৃজনশীল প্রতিভা ও জ্ঞানান্বেষণের প্রবণতা বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সার্বিকভাবে অনুষ্ঠানটি বিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবনে এক স্মরণীয় ও সফল সংযোজন হয়ে ওঠে।

অনন্যা ম্যাগাজিনের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ

বাগুইআটি পত্রিকা: ২১ জানুয়ারি কলকাতার বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম সেমিনার হলে মহাসমারোহের সঙ্গে প্রকাশিত হয়ে গেল অনন্যা ম্যাগাজিনের দ্বিতীয় সংখ্যা। এই দিনে এই ম্যাগাজিন প্রকাশনার অনুষ্ঠানে প্রধান আকর্ষণ ছিলেন শিক্ষাবিদ মহুয়া ব্যানার্জি, আইনজীবী মিতা ব্যানার্জি, গুডেস হাসপাতালে প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক সোমা চক্রবর্তী ও ঝর্না ভট্টাচার্য। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্পী ডঃ সুবিমল দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী আশুতোষ মজুমদার, রাজ জ্যোতিষী অনিমেষ শাস্ত্রী, বিখ্যাত ডিজাইনার শান্তনু গুহঠাকুরতা, বিখ্যাত ডার্মাটোলজিস্ট সায়ন্তন দাস, স্পিরিচুয়াল হিলার রূপাম গুপ্তা। এর পাশাপাশি এদিন 'ওঁম বিঘ্নেশ্বরা চেরিটেবল ফাউন্ডেশন' এর তরফ থেকে সাইবার ক্রাইম এবং থ্যালাসেমিয়া নিয়ে একটি অ্যাওয়ারনেস সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো একই

সভাঘরে, সাইবার ক্রাইম নিয়ে সচেতনতা মূলক সেমিনারে বিশিষ্ট বক্তা হিসেবে যারা যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন বিশিষ্ট আইনজীবী মিতা ব্যানার্জি, বিশিষ্ট লেখক সাইয়াদ হাসমত জালাল, আইনজীবী এবং সাইবার বিশেষজ্ঞ রাজর্ষি রায়চৌধুরী এবং থ্যালাসেমিয়া নিয়ে যারা সচেতন করলেন তারা হলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর অরিন্দম বিশ্বাস, গুডেস হাসপাতালের কর্ণধার সোমা চক্রবর্তী এবং ক্লিনিকাল নিউট্রিসনিস্ট শ্রেয়সী ভৌমিক প্রমুখ। এই সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে ঘিরে বসেছিল চাঁদের হাট।

পশ্চিম নারায়ণতলা স্পোর্টিং ক্লাবের যথোচিত মর্যাদায় সাধারন তন্ত্র দিবস

বাগুইআটি পত্রিকা : ২৬ জানুয়ারী সকালে যথোচিত মর্যাদায় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপন করলো ৭৭তম সাধারন তন্ত্র দিবস। পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ১৭ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আশুতোষ নন্দী। শহীদ বেদীতে মাল্যদান করে দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন সমাজসেবী মনোদীপ মুখার্জী। তিনি ভারতীয় সংবিধান, ভারতীয় নাগরিকের দায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন। গনতন্ত্রের মূলকথা গভর্মেন্ট অফ দ্য

পিপল,বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল এই বিখ্যাত উক্তিটি যেন এদিন আবার প্রতিভাত হয়। এদিন যুবনেতা অয়ন বিশ্বাস ও শুভঙ্কর নাথ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের কর্মকর্তারা ও স্থানীয় বিশিষ্টজনেরা। অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়।

বাগুইপাড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে বাগদেবীর আরাধনা

বাগুইআটি পত্রিকা: বাগুইআটি গার্লস হাইস্কুল। সরকারীভাবে নতুন নাম। পূর্বতন নাম ছিল চিত্তরঞ্জন কলোনী হিন্দু বিদ্যাপীঠ ফর গার্লস। ২৩ জানুয়ারী এই বিদ্যালয়ে ছিল বাগদেবীর আরাধনা। সকালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের পর শুরু হয় মা সরস্বতী আরাধনা। পূজা শেষে একসাথে বসে খিচুরি ভোগ খাওয়া। প্রধান শিক্ষিকা দুর্গা অধিকারী ও শিক্ষিকারা এই কয়েক বছরে স্কুলটিকে সাজিয়ে ফেলেছেন । লিফট ,কম্পিউটার সব আছে।বিজ্ঞান বিভাগের ল্যাবরেটরীর যন্ত্র সব

৪১তম রাজ্য বার্ষিক ক্রীড়া উৎসব নির্বিঘ্নে

বাগুইআটি পত্রিকা: গতবছর সরকারী ও সরকারী অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের ৪০তম রাজ্য বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়েছিল জঙ্গলমহলের শালবনীর নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ক্রীড়াঙ্গনে। প্রচন্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। এবছর উত্তর ২৪ পরগনা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের আয়োজনে ৯ এবং ১০ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয় এই জেলার হাবড়ার বানীপুরের পোস্ট গ্রাজুয়েট গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট ফর ফিজিক্যাল এডুকেশন পরিমন্ডলে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের পরিচালনায় এই ক্রীড়া যজ্ঞে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। ১০ জানুয়ারী উদ্বোধন করেন শিক্ষা সচিব জ্জঙ(বিনোদ কুমার, সহযোগিতায় অধ্যাপক ডঃ গৌতম পাল, সভাপতি, পঃবঃপ্রাঃশিঃপঃ, রঞ্জন কুমার ঝা, সেক্রেটারী, পঃবঃ প্রাঃশিঃপঃ, ডঃ পার্থ কর্মকার, ডেপুটি সেক্রেটারী, পঃপ্রাঃশিঃপঃ, দেবব্রত সরকার, চেয়ারম্যান, উঃ২৪পঃ প্রাঃশিঃপঃ। উঃ ২৪ পঃ এই নিয়ে দুবার দায়িত্ব পায়। ১৯৯৮ সালে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম প্রাথমিক ক্রীড়া ১৯৮৪ সালে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে হয়েছিল। কোভিডের জন্য ২০২০ এবং ২০২১ এ অনুষ্ঠিত হয় নি। গতবছর ২৫ টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের মধ্যে হুগলী জেলা চ্যাম্পিয়ন হয়। এ বছর শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জরুরী কাজ পড়ে যাওয়ায় আসতে পারেন নি। ২২ টি জেলার ৭৮২ জন প্রতিযোগী ৩৪ টি ইভেন্টে অংশগ্রহন করে। প্রতিযোগীরা প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেনীর ছাত্রছাত্রী।

আপডেট।।এখন স্কুল তাদের পরবর্তী লক্ষ্য হিসেবে রেখেছেন স্মার্ট ক্লাশ ও খেলার মাঠ। বিদ্যালয়ে যেভাবে ছাত্রী সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে তাতে এখন থেকেই শিক্ষিকা সংখ্যা আরো বাড়া উচিত বলে মনে করছেন সবাই। ইতিমধ্যেই ১২০০ ছাত্রী। প্রতিদিন ভর্তির জন্য চাপ। একাধারে স্থানাভাব,অপরদিকে শিক্ষিকা সংখ্যা অপ্রতুল। এই বিদ্যালয়ের দ্রুত জনপ্রিয়তার কারন প্রধান শিক্ষিকার ম্যানেজমেন্ট ও সুন্দর ব্যবহার। জানালেন বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা। আবার প্রধান শিক্ষিকার মতে, প্রতিটি শিক্ষিকা বিদ্যালয়টিকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসেন। তাছাড়া শিক্ষিকা ছাত্রী সম্পর্কওসুন্দর।

সাহিত্য সংস্কৃতি

সম্পাদক : মানস বন্দ্যোপাধ্যায়

বেলেঘাটার রাজু নস্করের উৎসব ২০২৬-এ মানুষের ঢল

মানস ব্যানার্জী, বাগুইআটি পত্রিকা : কয়েকটা দিন খেলাধুলো, সমাজসেবা ও সাংস্কৃতিক মহাযজ্ঞে উৎসবমুখর হয়ে উঠলো বেলেঘাটা।

বেলেঘাটার ৩৪নং ওয়ার্ডের এক অনন্য উৎসবের সাক্ষী থাকল কলকাতাবাসী। ১৫ থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত বেলেঘাটা গান্ধী মাঠে অনুষ্ঠিত হলো সমাজসেবী রাজু নস্করের উৎসব ২০২৬। চারদিনব্যাপী এই উৎসব ঘিরে মানুষের ঢল নামল গোটা এলাকাজুড়ে। খেলাধুলো, সমাজসেবা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মেলবন্ধনে এই উৎসব পরিণত হয় এক মহাযজ্ঞে।

উৎসবের সূচনালগ্নে, ১৫ থেকে ১৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় এমপি কাপ নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শক্তিশালী দলগুলির অংশগ্রহণে প্রতিযোগিতা ছিল জমজমাট। মাঠভর্তি দর্শকের উপস্থিতিতে উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচগুলির শেষে বাইন্ড আস ক্লাব চ্যাম্পিয়নের শিরোপা জয় করে। বিজয়ী ও প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ ও দলীয় মুখপাত্র কুণাল ঘোষ, বিধায়ক পরেশ পাল, পৌর প্রতিনিধি অলোকানন্দা দাস, সমাজকর্মী বিশ্বরূপ দে সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ও মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায়। ১৭ জানুয়ারি উৎসবের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ দিন। সমাজসেবার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ওইদিন ১০০ জন কৃতি ছাত্রছাত্রীকে

উৎসাহিত করতে ল্যাপটপ উপহার দেওয়া হয়। পাশাপাশি, শীতের প্রকোপ থেকে রেহাই দিতে ২০০০ জন দুঃস্থ মানুষের হাতে শীতের কম্বল তুলে দেওয়া হয়। এই মানবিক উদ্যোগে উপস্থিত অতিথিরা লোকচেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজু নস্করের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁর এই উদ্যোগকে সমাজের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক বলে উল্লেখ করেন।

শিশুদের সৃজনশীলতাকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় এই উৎসবে। বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় হাজারেরও বেশি শিশু, যা উৎসবের এক অনন্য আকর্ষণ হয়ে ওঠে। শিশুদের উচ্ছ্বাস ও রঙিন কল্পনায় গান্ধী মাঠ পরিণত হয় এক আনন্দময় শিল্পভূমিতে। উৎসবের সমাপ্তি ঘটে ১৮ জানুয়ারি এক বিশাল বিচিত্রানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। প্রায় পাঁচ হাজার দর্শকের সামনে সংগীত পরিবেশন করেন মুম্বাইয়ের জনপ্রিয় শিল্পী মোনালি ঠাকুর ও রূপকুমার রাঠোর। তাঁদের কণ্ঠের জাদুতে মুগ্ধ হয়ে যায় উপস্থিত জনতা। গান, আলো ও উচ্ছ্বাসে শেষদিনের অনুষ্ঠান রূপ নেয় এক স্মরণীয় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায়।

সব মিলিয়ে রাজু নস্করের উৎসব ২০২৬ শুধু একটি অনুষ্ঠান নয়, বরং খেলাধুলো, সংস্কৃতি ও সমাজসেবার এক অনন্য মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠল। বেলেঘাটার এই উৎসব আগামী দিনেও সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে; এমনটাই মনে করছেন সাধারণ মানুষ থেকে বিশিষ্টজনেরা।

ইনফিনিটি ক্যাফেতে শব্দরেণু সাহিত্য পত্রিকার আবির্ভাব সংখ্যা ও প্রিয়াঙ্গনা দীর্ঘাঙ্গীর কাব্যগ্রন্থ 'রূপকথা ছুঁয়ে' উন্মোচন

নিজস্ব সংবাদদাতা : পূর্ব কলকাতার সাহিত্যচর্চার মানচিত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে ইনফিনিটি ক্যাফেতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এক মননশীল সাহিত্য অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হলো সাহিত্য পত্রিকা 'শব্দরেণু'-র আবির্ভাব সংখ্যা এবং কবি প্রিয়াঙ্গনা দীর্ঘাঙ্গী-র প্রথম কাব্য সংকলন 'রূপকথা ছুঁয়ে'। সাহিত্যপ্রেমী পাঠক, কবি, লেখক ও সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি পরিণত হয় এক প্রাণবন্ত সাহিত্যসম্ভাষণে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তালবাদ্যের প্রবাদপ্রতিম শিল্পী পণ্ডিত মল্লার ঘোষ এবং বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী ও লেখিকা মল্লিকা ঘোষ। তাঁদের বক্তব্যে সাহিত্য, সংগীত ও বাচিক শিল্পের আন্তঃসম্পর্ক এবং সমকালীন সাহিত্যচর্চার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উঠে আসে। তাঁদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানে এক বিশেষ গাম্ভীর্য ও মর্যাদা যোগ করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক শমিত সেনগুপ্ত, যিনি সাহিত্য ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন। 'শব্দরেণু' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত কবি ও লেখকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কবি অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়, অজয় চক্রবর্তী, প্রাবন্ধিক আকাশ নীল বিশ্বাস, গল্পকার মলয় হাজরা, সায়ন্তন সেনগুপ্ত, অন্বেষা সেন, সুতপা মণ্ডল, রাহুল গাঙ্গুলি, বারিশ ভট্টাচার্য-সহ আরও অনেকে। বিভিন্ন ধারার লেখকদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানে এক বহুমাত্রিক সাহিত্যিক আবহ সৃষ্টি করে।

এছাড়াও সাহিত্য পত্রিকা 'মুক্তছন্দ'-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক সিরাজ দে ও সহ-সভাপতি স্বপন সাহা। শিক্ষক অমিত ঘোষ সহ বহু বিশিষ্ট পাঠক ও সাহিত্য অনুরাগীর উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে করে তোলে আরও সমৃদ্ধ ও অর্থবহ। অনুষ্ঠানে 'শব্দরেণু'-র সম্পাদক মানস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে জানান, নতুন লেখক ও চিন্তাশীল সাহিত্যসৃষ্টিকে সামনে আনার লক্ষ্যেই 'শব্দরেণু'-র পথচলা শুরু। তিনি উপস্থিত সকল অতিথি, লেখক ও পাঠকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান এবং ভবিষ্যতে পত্রিকাটির সাহিত্যযাত্রা আরও বিস্তৃত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। নিজের কাব্যগ্রন্থ 'রূপকথা ছুঁয়ে' সম্পর্কে কবি প্রিয়াঙ্গনা দীর্ঘাঙ্গী বলেন, ''এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি যদি পাঠকদের হৃদয়ে সামান্য হলেও ছোঁয়া ফেলতে পারে, তাহলেই আমাদের দীর্ঘ শ্রম সার্থক হবে।'' তাঁর এই বক্তব্যে কবিতার প্রতি দায়বদ্ধতা ও বিনয়ের প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সাহিত্যপ্রেমী মানুষদের মধ্যে ভাবনার আদান-প্রদান, নতুন সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি এবং সমকালীন সাহিত্যচর্চার এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে থাকবে বলেই মনে করছেন উপস্থিত অতিথি ও পাঠকবৃন্দ।

উত্তমকুমার ও স্বর্ণযুগ গ্রুপের বইমেলা উপহার

রোহন ভট্টাচার্য, বাগুইআটি পত্রিকা: বাঙালীর চোদ্দতম পার্বন পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড আয়োজিত কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা চলছে। নতুন কাগজের গন্ধে আর পাঠকদের পদচারনে জমে উঠেছে সেন্ট্রাল পার্কের মেলা প্রাঙ্গন। এই বছর উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ হওয়ায় সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে বইমেলায় নানা রকমের উত্তম পুস্তক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই উদ্যোগে সামিল হয়েছেন, যাঁরা বিগত আট বছর ধরে সামাজিক মাধ্যমের পাশাপাশি বাস্তবের মাটিতে গ্রুপমিট, শুটিংস্পট ট্যুর, ফাংশান ও পাবলিকেশানের মাধ্যমে বছরভর মহানায়ক তথা বঙ্গ চলচ্চিত্রের মহাতারকাদের নিয়ে সাড়াজাগানো কাজ করে থাকেন, সেই উত্তমকুমার ও স্বর্ণযুগ গ্রুপ। মূলত বইমেলাকে মাথায় রেখেই তাঁরা উত্তমভক্তদের জন্য এনেছে তিনটি উপহার। অনিতা মন্ডল সম্পাদিত উত্তম জুটির ক্যালেন্ডার, অস্থির কবির সম্পাদিত ১০০টি উত্তমচিত্র ও প্রতিটির

সাথে কিছু হৃদয়নিসৃত লেখা সম্বলিত পকেটবুক শতোত্তম এবং কৌশিক ব্যানার্জীর সহযোগিতায় উত্তম শতবার্ষিকী চাবির রিং। গ্রুপ সম্পাদক কল্লোল চক্রবর্তী জানিয়েছেন, জিনিসগুলোর দাম সাধারন মধ্যবিত্ত উত্তমভক্তদের একদম নাগালের মধ্যেই। ফলে প্রচুর প্রিবুকিং করে ফেলেছেন গুরুভক্তেরা। ২রা ফেব্রুয়ারী সোমবার বিকেল ৩টা-৬টা মেলাপ্রাঙ্গনে এবং ৩রা ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার বিকেল ৪টা-৬টা তপন থিয়েটারের বারান্দায় উত্তমকুমার ও স্বর্ণযুগের স্টল থেকে জিনিসগুলি বিতরন করা হবে। এছাড়াও প্রথম দিন গ্রুপ সদস্যেরা নিজেদের মধ্যে চা কফি সহযোগে জমিয়ে আড্ডা দেবেন ও বইমেলায় উত্তম সম্ভার সম্বলিত স্টলগুলি ঘুরে দেখবেন আর দ্বিতীয় দিন নিখরচায় তপন থিয়েটারে দেখবেন স্বর্ণযুগের ছবি অবলম্বনে দেবজিৎ কুন্ডু আয়োজিত নাটক স্বয়ংসিদ্ধা। অর্থাৎ দুয়ে দুয়ে চার। রথদেখা কলাবেচার মতো দুই দিনই উত্তমচর্চা ও আনন্দলাভ দুটোই একসাথে হবে। এভাবেই এই গ্রুপের উদ্যোগে অতীতের মতো এবারেও গুরুবন্দনার মাধ্যমে পরম সার্থকতা লাভ করবেন উত্তম সতীর্থেরা।

চাউলপট্টি স্পোর্টিং ক্লাবে ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন

মানস ব্যানার্জী,বাগুইআটি পত্রিকা: চাউলপট্টি স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে অত্যন্ত উৎসাহ ও মর্যাদার সঙ্গে পালিত হলো ভারতের ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস। ২৬ জানুয়ারীর সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক ড. অলোক দাস। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৩৪ নং ওয়ার্ডের পৌর মাতা অধ্যাপিকা অলোকানন্দা দাস। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ক্লাব

সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজু নস্কর, রাজ্য স্তরের ছাত্রনেতা স্বরাজ নস্কর, আইএনটিটিইউসি নেতা শুকদেব দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। পতাকা উত্তোলনের পর জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সূচনা হয়। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে সকালে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, যেখানে এলাকার বহু শিশু উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বিকেলবেলায় ক্লাব প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, যা দর্শকদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ সৃষ্টি করে। সমস্ত অনুষ্ঠান সুচারুরূপে পরিচালনা করেন ক্লাব সম্পাদক বাপ্পা মজুমদার। অনুষ্ঠানের শেষে ক্লাব সভাপতি রাজু নস্কর উপস্থিত সকল অতিথি, অংশগ্রহণকারী ও ক্লাব সদস্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সকলের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

শ্রীগুরু সংঘের ৫৫ তম বার্ষিক উৎসব উদযাপন

বাগুইআটি পত্রিকা: ২ জানুয়ারী হইতে ৫ জানুয়ারী দক্ষিণপাড়া মোড়ে যুব পরিষদ ক্লাব প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হলো শ্রীগুরু সংঘের ৫৫তম বার্ষিক উৎসব।এটি বাগুইআটি-ষাটগাছি-কৃষ্ণপুর -শুলংগুড়ী শাখা সংঘের ভ্রাতৃ সংঘ ও মাতৃসংঘের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। শত শত ভক্ত সংঘ, তাদের পরম পূজনীয় গুরুদেব স্মরন,নাম কীর্তনে স্থানটি ভরিয়ে তোলেন। প্রথম দিন সকাল ৬টায় আনন্দ ধামে ভোর কীর্তন, ১২টায় আনন্দধাম থেকে শোভাযাত্রা সহকারে শ্রী শ্রী গুরুদেবের বিগ্রহ মূল উৎসব মঞ্চে আনয়ন, ৩ টায় সংঘ পতাকা উত্তোলন ও সমবেত প্রার্থনা হয়। সাড়ে ৩টায় শ্রী

মদ্ভাগবত পাঠ করেন বলরাম দাস। সন্ধ্যে ৬ টায় মহতী ধর্মসভা। উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান তালিকায়, ৪ জানুয়ারী অষ্টপ্রহর নাম যজ্ঞ, ৫ জানুয়ারী মহাপ্রসাদ বিতরন।জীব সেবাই ধর্মের প্রধান অঙ্গ ,এটাই সংঘের অন্যতম আদর্শ। শোনা যায় পরিব্রাজকাচার্য্যবর শ্রীশ্রী দুর্গাপ্রসন্ন পরমহংস দেব বারানসীতে শিব দর্শন করার পর স্বপ্নাদেশ পান এই সংঘ স্থাপন করতে। এই মুহূর্তে দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে গড়ে উঠেছে একের পর এক সঙ্ঘাশ্রম,আজ হাজার হাজার ভক্তশিষ্য। উল্লেখ্য, বিধায়ক অদিতি মুন্সি আসতে না পারলেও এই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন দেবরাজ চক্রবর্তী। বিশ্বস্ত সূত্রে খবর, বিধায়ক সংঘের এই উৎসবে একটি তোরনদ্বার উৎসর্গ করেছেন।

মুর্শিদাবাদে সাংবাদিক নিগ্রহের প্রতিবাদে বারাসাত প্রেসক্লাবের নীরব মিছিল

বাগুইআটি পত্রিকা, বারাসাত, ২১ জানুয়ারী: মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় ২৪ ঘন্টার কর্তব্যরত সাংবাদিক সোমা মাইতি সহ সাংবাদিকদের উপর বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে ২১ জানুয়ারী বারাসতের দীর্ঘ রাজপথে নামল ঐতিহ্যবাহী বারাসাত প্রেসক্লাব। প্রেসক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত এই ধিক্কার ও মৌন মিছিল বারাসাত শহরের দীর্ঘ রাজপথ পরিক্রমা করে। মিছিলে সাংবাদিকদের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্টজনেরা অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিবাদী মিছিলের অগ্রভাগে উপস্থিত ছিলেন বারাসাত প্রেস ক্লাবের সভাপতি ধৃতরাষ্ট্র দত্ত, সহ-সভাপতি মাবজুল চৌধুরী, সম্পাদক প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য, কোষাধ্যক্ষ নীতিবিকাশ ঘোষ, আহ্বায়ক অনন্ত চক্রবর্তী, সুজিত চক্রবর্তী-সহ অন্যান্যরা। উপস্থিত সকলে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় উন্মত্ত জনতার হাতে আক্রান্ত সাংবাদিক সোমা মাইতি, পার্থপ্রতিম দে ও চিত্র সাংবাদিক রঞ্জিত মাহাতোর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি বেলডাঙায় সংবাদ সংগ্রহের সময় সাংবাদিকদের উপর সংঘবদ্ধভাবে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। মারধরের পাশাপাশি মহিলা সাংবাদিকের শ্লীলতাহানির ঘটনাও সামনে আসে; যা সর্বত্র তীব্র নিন্দার ঝড় তোলে।

এদিন বারাসাত প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয়। সভাপতি ধৃতরাষ্ট্র দত্ত সকল নাগরিককে প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। সহ-সভাপতি মাবজুল চৌধুরী ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। আহ্বায়ক অনন্ত চক্রবর্তী বলেন, ''গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ আজ শঙ্কিত, তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সকলের দায়িত্ব।'' সম্পাদক প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য মনে করেন, শুধু বেলডাঙা নয়, সারা বিশ্বেই সাংবাদিকদের উপর নানা ধরনের নিগ্রহ চলছে। আমাদের প্রেস ক্লাব এই নিগ্রহের প্রতিবাদ করছে। মিছিলে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য বিশিষ্টজনরাও ঐদিন ঘটনাস্থলে পুলিশের নীরবতার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। বাগুইআটি পত্রিকার পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই কলকাতা প্রেস ক্লাব, ডিজিটাল মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের যে প্রতিবাদ তাকে সমর্থন জানিয়েছিল। এদিন বারাসত প্রেস ক্লাবের এই রাস্তায় নেমে প্রতিবাদকেও কুর্নিশ জানাচ্ছে ও পাশে থাকার বার্তা দিচ্ছে।

বৈশাখী মিলন সংঘের সরস্বতী পূজার ভাবনা যথেষ্ট শিক্ষনীয়

বাগুইআটি পত্রিকা : এখন সরস্বতী পূজোতেও ভাবনা। শিল্পী আর উদ্যোক্তাদের মতে, দিন যত যাচ্ছে মানুষের মন আরো আপডেট হচ্ছে। সুতরাং ভাবনারও আপডেট দরকার। আগে দুর্গাপূজা কালীপূজোয় ভাবনা ছিল। এখন সরস্বতী পূজোতেও। তার উপরে এ বছর পূজো ২৩ জানুয়ারী নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিনে। অনেকে ভাবনায় আনছেন দেশাত্মবোধক ব্যাপার অথবা শিক্ষনীয় কোনো ভাবনা। অনেকে আবার প্রকৃতির বুকে প্রকৃতিকে কাজে লাগাচ্ছেন।ঠিক এরকম একটি পূজো বিধাননগর বৈশাখীর সরস্বতী বন্দনা। ২২ জানুয়ারী সন্ধ্যায় বিধাননগর বৈশাখী আবাসন পার্কে বৈশাখী মিলন সংঘের ২৬ তম বর্ষের বাগদেবীর আরাধনার উদ্বোধন করেন বিধাননগর পৌর নিগমের ডেপুটি মেয়র তথা স্থানীয় পৌর প্রতিনিধি অনিতা মন্ডল। ২৩ জানুয়ারী পূজো ও সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। পূজোর সভাপতি দীপেন গোস্বামী, যুগ্ম সম্পাদক পবিত্র ঠাকুর ও সমীর শীল।যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ গৌতম মান্না ও আশীষ নাগ। মন্ডপের মধ্যে মায়ের মূর্তির পিছনে ভারতের মানচিত্র। তাতে বিভিন্ন রাজ্যের নাম। সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষন করছিল। দেখলাম তিন চারটি ছেলে মেয়ে কুইজ খেলছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নাম নিয়ে। এখানেই সফল শিল্পী, সফল উদ্যোক্তারা। তারসঙ্গে চারদিকে মনীষীদের অঙ্কিত ছবি। এক শিক্ষামূলক পরিবেশ। যেখানে সুস্থ ও দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য।প্রসঙ্গত ২০০০ সালে বৈশাখী মিলন সংঘের সৃষ্টি। গতবছর ছিল রজতজয়ন্তীবর্ষ, এ বছর ২৬তম বর্ষ। উদ্যোক্তাদের মধ্যে এমন অটুট বন্ধন, যার জোরে করোনা কালেও তাদের বাগদেবীর আরাধনা থেকে বিরত করতে পারে নি।

মোহান্ত পাবলিক স্কুলে মেধা কখনো উপেক্ষিত হবে না: সঞ্জিত মোহান্ত

বাগুইআটি পত্রিকা : সবসময় তিনি বলে থাকেন খুব কষ্ট করে বড়ো হয়েছেন। তাঁর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা,যেখানে ব্যবসা নয়, ছাত্র গড়ে তোলাই হবে মূল লক্ষ্য। এই ছাত্ররাই সুনাগরিক হবে। রাষ্ট্রকে রক্ষা করবে, রাষ্ট্রকে আরো বৃহত্তর জায়গায় নিয়ে যাবার পথে সহায়তা করবে। হবে ডাক্তার,ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক। মানুষ হবে।সবাই বলবে এই ছাত্রটি মোহান্ত পাবলিক স্কুলের ছাত্র। এটাই তার প্রশান্তি , এটাই পরম তৃপ্তি লাভ। তার বিদ্যালয় অন্ধকার দূরে সরিয়ে আলোর দিশারী প্রতিষ্ঠা করবে। এ লক্ষ্য পূরণে তার পাশে সহধর্মিনী। যিনি অনুপ্রেরনা জুগিয়েছেন সর্বদা। তিনি সঞ্জিত কুমার মোহান্ত। মোহান্ত পাবলিক স্কুলের ডিরেক্টর। তার স্ত্রী শিখা মোহান্ত। এই বিদ্যালয়ের সভাপতি। একমাত্র কন্যা সোনিয়া মোহান্ত। যিনি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া সত্বেও সব কিছু উপেক্ষা করে বাবার স্বপ্ন পূরনে সাথী হয়েছেন। সিবিএস সি বোর্ড সিলেবাস অনুসরনে একটি ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয় 'মোহান্ত পাবলিক স্কুল'। শুলংগুড়ি নিউটাউনের মতো মরুভূমিতে যা শিক্ষার মরুদ্যান। মোহান্ত মেমোরিয়াল ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট পরিচালিত এ বিদ্যালয় শুরু হয় স্বামীজির বিখ্যাত উক্তি education is the manifestation of perfection already in man কে পাথেয় করে, গুরুদেব তপানন্দজীকে স্মরন করে। প্রতিবছর ১২ জানুয়ারী বিদ্যালয়ে এই মহান যুগোবতারের জন্মদিন পালন করা হয়। এ বছরও যথারীতি অপরাহ্নে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। অভিভাবক,ছাত্রছাত্রী,শিক্ষক শিক্ষিকা, বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে জমজমাট হয়ে ওঠে। ফোর্থ অ্যানুয়াল ফেস্ট ডে ও ন্যাশনাল ইয়ুথ ডে সেলিব্রেশনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি এসে উপস্থিত হন ইকোপার্ক পুলিশ স্টেশনের ইনস্পেক্টর সৈকৎ ব্যানার্জী,সাব ইনস্পেক্টর সাহাবুদ্দিন মন্ডল, জিলা পরিষদ সদস্য মহম্মদ আফতাবুদ্দিন, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা সাবেরা পারভিন, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা শ্রাবনী গুপ্ত, উপাধ্যক্ষ মলয় মুখার্জী। মাঙ্গলিক প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন রাজারহাট রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি বিদ্যানন্দজী মহারাজ। এরপর স্বদেশ মন্ত্র পাঠ, মঙ্গল দীপ জ্বেলে সঙ্গীতটি পরিবেশন করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ। স্বাগত ভাষণে অতিথিদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে বিদ্যালয় সম্পর্কে বলেন। সেখানে তিনি জানান, এই বিদ্যালয় কোনো মেধাবী ছাত্র বা ছাত্রী অর্থের অভাবে পড়তে পারবে না তা কখনো হবে না। এখানে মেধা কখনো উপেক্ষিত হবে না। প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যে ও বাগুইআটি পত্রিকাকে যা বলেছিলেন, দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে এদিন একই প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করলেন। আর তিনি কথা দিয়ে কথা রাখেন। প্রতিবছর দেখা যাচ্ছে একটা বড়ো অংশের পড়ুয়াদের ভর্তি ফি থেকে বইখাতার দাম মুকুব করে দিচ্ছেন। হয়তো এই প্রতিশ্রুতি ও উচ্চমানের শিক্ষক শিক্ষিকা মন্ডলের জন্য দ্রুত বিদ্যালয়টি জেলার মানচিত্রে উঠে আসছে।

বাগুইআটি থানার সাফল্য

বাগুইআটি থানার আইসি অমিত কুমার মিত্র।

বাগুইআটি পত্রিকা: কিছুদিন আগে বেলঘরিয়া লোপামুদ্রা লাহিড়ী সমর স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা তথা বিধাননগর কলোনীর প্রধান শিক্ষিকা বাগুইআটি থানায় এসে লিখিত অভিযোগে জানান, কয়েকজন অজ্ঞাত দুর্বৃত্ত বিদ্যালয় থেকে নগদ ২৩০০০ টাকা চুরি করেছে। আরো জানায়,বেশ কয়েকটি কক্ষে ভাঙচুর করেছে। বাগুইআটি থানার নথিভুক্ত মামলার নং ২০/২০২৬ । এরপর বাগুইআটি থানা জোরদার তদন্তে নামে। বাগুইআটি থানার অ্যান্টি ক্রাইম টিম সোর্স মারফৎ খবর পেয়ে দিলীপ দাস নামে জনৈক ব্যক্তিকে নলতা বয়েজ হাইস্কুলের কাছে দমদম থানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে খবর,তার কাছ থেকে নগদ ১১০০০ টাকা, স্কুলের রেজিস্টার,করাতের ব্লেড,ভাঙা তালা ও অপরাধমূলক কাজে লাগে এমন কিছু জিনিষ উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে আরো খবর, জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে , সে বিভিন্ন থানা এলাকা ও অন্যান্য রাজ্যের চুরির সঙ্গে জড়িত। দলে আর কারা আছে ও মাথা কে তা খুঁজে বার করতে তদন্ত চলছে। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট সূত্রে খবর, বাগুইআটি থানার আইসি অমিত কুমার মিত্র ও তাঁর দলের এটি একটি সাফল্য।

বাগুইআটি ব্যবসায়ী সমিতির দ্বিতীয় বর্ষের রক্তদান উৎসবে ব্যাপক সাড়া

বাগুইআটি পত্রিকা : হঠাৎ কয়েকজন মিলে ঠিক করেন শুধু ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন নয়, এই সমাজে কিছু করার কথাও ভাবতে হবে। যেই ভাবা সেই কাজ। প্রথম বছরেই শুরু করেন রক্তদান শিবির। কিন্তু শিবির যে কখন উৎসবে পরিনত হয়ে গেছে ভাবতে পারেন নি। আর এই সাফল্য আর স্বতস্ফূর্ততায় ভর করে এবার দ্বিতীয় বর্ষে। তার উপরে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৪ তম জন্মদিন। এই দিনেই অনুষ্ঠিত হলো বাগুইআটি ব্যবসায়ী সমিতির দ্বিতীয় বর্ষের রক্তদান উৎসবের মতো মানবিক উদ্যোগের। সঙ্গে কয়েকশো কচিকাঁচাদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ।এদিনের রক্তদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ১০ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রনয় রায়। সঞ্চালনায় দেবযানী সাহা সাধুখাঁ। আসলে যে কোনো অনুষ্ঠানকে সফল করতে এবং তাকে চালিয়ে যেতে প্রয়োজন মনীশ গুপ্তদের (রানা) মতো এনার্জেটিক সদস্যদের প্রয়োজন। সঙ্গে কিঙ্কর সাহাদের মতো ব্যক্তিদের পাশে থাকা। এবার রক্ত দিয়েছেন ৬৪ জনের মতো। প্রসঙ্গত, রক্তদানের পাশাপাশি দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে যে শীত বস্ত্র প্রদান অনুষ্ঠান করেন তা এলাকায় যথেষ্ট জনপ্রিয় ও কার্যকরী হয়ে উঠেছে।

ভোটার দিবসে মেয়রের প্রতিবাদী মিছিল

অনির্বাণ দত্ত, বাগুইআটি পত্রিকা: ২৫ জানুয়ারি ভোটার দিবস উপলক্ষে বিধান নগর পৌর নিগমের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ও অন্যান্য পৌর প্রতিনিধিদের সহযোগিতায় সল্টলেক কলেজ মোড় থেকে সল্টলেক সিটি সেন্টার পর্যন্ত একটি বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের হয়, মূলত যার উদ্দেশ্য এস আই আর এর নামে বাংলার বৈধ ভোটারদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। এদিন মিছিলের থেকে মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী প্রতিবাদী সুরে জানান যে বিরোধীরা যতই ষড়যন্ত্র করুক দিন শেষে ২৬ এর ভোটে নবান্ন দখল করবে সেই হাওয়াই চটি পরিহিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাগুইআটি মেলায় সাইবার সচেতনতায় ফলপ্রসূ আলোচনা

বাগুইআটি পত্রিকার প্রতিবেদন: ১৪ জানুয়ারি সন্ধ্যায় ঐতিহ্যমন্ডিত বাগুইআটি মেলায় জনগণের সচেতনতা স্বার্থে একটি সাইবার ক্রাইমের সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো, মূলত বাগুইআটি মেলা কমিটির উদ্যোগে এবং বাগুইআটি থানার সহযোগিতায় এবং সাইবার দিশার সৌজন্যে মেলা প্রাঙ্গণে সাইবার ক্রাইম নিয়ে একটি সচেতনতামূলক সেমিনারের আয়োজন হয়, এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণ মুখোপাধ্যায় অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার, বিদিত মন্ডল ডিএসপি সাইবার ক্রাইম উইং, পঃবঃ, অমিত কুমার মিত্র আইসি বাগুইআটি থানা, ডক্টর রাধা তমাল গোস্বামী, অ্যাডামস ইউনিভার্সিটি উপাধ্যক্ষ, অপূর্ব মন্ডল টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট, সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চ, রাজর্ষি রায় চৌধুরী, অ্যাডভোকেট ক্যালকাটা হাই কোর্ট। বাগুইআটি থানার আইসি অমিত কুমার মিত্র বাগুইআটি পত্রিকা সহ সংবাদ মাধ্যমকে জানান যে তারা সাইবার ক্রাইম নিয়ে বিভিন্নভাবে যাতে মানুষকে সচেতনতা করা যায় সে বিষয়ে চেষ্টা করছেন বিভিন্ন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে যাতে সচেতনতামূলক প্রচার করা যায়। এছাড়াও এডভোকেট রাজশ্রী রায় চৌধুরী জানান যে সাইবার প্রতারণা থেকে বাঁচতে মানুষের উচিত ইমেইল এবং হোয়াটসঅ্যাপ থেকে আসা বিভিন্ন অযাচিত ম্যালওয়্যার লিংক থেকে দূরে থাকা এবং অনলাইনে OTP কোন অজানা সোর্স এর ডেলিভারি না করা।

এছাড়াও তিনি আরো জানান যে ইতিমধ্যেই এই এওয়ারনেস অনুষ্ঠানে তারা মানুষের যথেষ্ট সাড়া পাচ্ছেন এবং সেটাই তাদের উৎসাহিত করছে এই ধরনের সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করার জন্য। এছাড়া অপূর্ব মন্ডল জানান এইভাবে চারবছর ধরে সাইবার অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প করায় জনগনের মধ্যে একটা সচেতনতা মূলক মনোভাব গড়ে ওঠার মানসিকতা লক্ষ্য করছেন। আর বিভিন্ন সচেতনতা মূলক শিবিরে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এই ধারনাকে প্রতিষ্ঠা করছে।

বেলেঘাটা সবুজ সংঘের সরস্বতী পুজোয় চার স্তম্ভ

বাগুইআটি পত্রিকা : বেলেঘাটা সবুজ মেরুন সংঘের বাগদেবীর আরাধনা এবার ১৯তম বর্ষে পড়লো। ৯৫ পল্লী, কবি সুকান্ত সরনীর এই পুজোয় এবারের ভাবনা বেলেঘাটার রানী মা। ২২ জানুয়ারী,বৃহস্পতিবার এ পুজোর উদ্বোধন করেন ৩৫ নং ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধি আশুতোষ দাস। পুরো পুজো চারটি স্তম্ভের উপর অবস্থিত যথা সভাপতি কুমারজিৎ সাধুখাঁ,সম্পাদক শুভম পাত্র, সহ সম্পাদক শঙ্খজিৎ ভট্টাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষ কারান রাম। তবে চার জন অগ্রনী ভূমিকা থাকলেও একটু যারা তুলনামূলক বয়সে প্রবীন তারাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। আসলে নবীন প্রবীনের মেলবন্ধন যেমন আছে আবার সাবেকিয়ানা ও ভাবনার মেলবন্ধনও অটুট। উদ্যোক্তারা চেষ্টা করেন সারাবছর নানা সামাজিক কাজে লিপ্ত থাকতে।

২০ বছরের যোগযাত্রায় স্বস্তিক অষ্টাঙ্গ একাডেমীর তৃতীয় বর্ষের সারা বাংলায় যোগাসন প্রতিযোগিতা চমকপ্রদ প্রদর্শনের সাক্ষী রইল গোটা বাংলা

বাগুইআটি পত্রিকা : সর্বসাকুল্যে মোট ৪০০ জন যোগাসন প্রতিযোগী প্রতিযোগিনী নিয়ে ১৮ জানুয়ারি ,২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ব্যারাকপুরের সুকান্ত সদনে তৃতীয় বর্ষের সারা বাংলায় যোগাসন প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান উত্তম দাস । এলাকার বিশিষ্ট ডাক্তার থেকে শুরু করে বিশিষ্ট মানুষেরা উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমন্ডিত করে। এই প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে মোট ৩০টি গ্রুপে, বালক বালিকা নিয়ে, সারা বাংলা থেকে ২২টি জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ এসে উপস্থিত হয়ে এই প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করেছে। এছাড়া পাঁচটি গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন্স ও রানার্সদের বিশেষ পুরস্কার দিয়ে প্রদান করা হয় এবং তার সাথে ছেলেদের মধ্যে সেরা সেরা একাডেমির ব্যারাকপুর নিবাসী স্বর্ণেন্দু সিংহ যেকুমার হিসেবে নির্বাচিত হয় এবং মেয়েদের মধ্যে সেরা সেরা যোগ কুমারী হিসাবে স্বস্তিক অষ্টাঙ্গ একাডেমী ছাত্রী মানকুন্ডু নিবাসী প্রতুষা কলে নির্বাচিত হয়।

বেলেঘাটা হ্যাপি ক্লাবে সরস্বতী পুজো ২৫তম বর্ষে

বাগুইআটি পত্রিকা : বেলেঘাটা সরকার বাজার হ্যাপি ক্লাবের বাগদেবীর আরাধনা রজত জয়ন্তী বর্ষে পদার্পন করলো। ২২ জানুয়ারী এ পুজোয় মাতৃ প্রতিমার আবরন উন্মোচন করেন ৩৫ নং ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধি আশুতোষ দাস।এরপর ২৫০ জন অঞ্চলের প্রিয়জনদের শাড়ী বিতরন,ছোট ছোট পড়ুয়াদের খাতা কলম প্রদান, শিবারতি নৃত্যালয় নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করে। ২৪ জানুয়ারী কেশব নাইট বিচিত্রানুষ্ঠান, ২৬ জানুয়ারী রক্তদান শিবির হয়। এই ক্লাব সারা বছর নানা সামাজিক কাজে লিপ্ত থাকেন।ক্লাবের সভাপতি পার্থ সরকার, কার্যকরী সভাপতি আশিষ ধর, যুগ্ম সম্পাদক সোমনাথ সরকার ও শুভ সরকার,কোষাধ্যক্ষ সুরজিৎ দাস, ইন্দ্রনীল দে, গোপাল মালাকার। ২১ জানুয়ারী থেকে ২৬ জানুয়ারী ৬দিন ব্যাপী পলাশপ্রিয়ার আগমন।

সন্দীপ বাগুইয়ের সাধারণতন্ত্র দিবস পালন

বাগুইআটি পত্রিকা: তিনি শিশু, গান, ফুল ভালোবাসেন। ১৬ নং ওয়ার্ডের যখন পৌর প্রতিনিধি ছিলেন তখনো দেখা যেত ছোট ছোট বাচ্চাদের কাছে ডেকে কিছু উপহার দিতেন। এখন তিনি রাজারহাট গোপালপুর বিধানসভার টাউন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি। আরো বড় জায়গা। কিন্তু এখনো মানসিকভাবে এক জায়গায়। ২৬ জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসের সকালে ১৬নং ওয়ার্ড চষে ফেললেন। একেরপর এক অনুষ্ঠানে গিয়ে পতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে মাল্যদান আর সময়ের অপ্রতুলতার জন্য সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখছেন।

কিন্তু বাচ্চাদের দেখলেই কাছে টেনে নিয়ে আদর ও পরম মমতায় চকলেট বিস্কুট প্রদান করছেন। এরকম একটি ঘটনা শচীন্দ্র লাল সরনীর ত্রিনয়নী অ্যাপার্টমেন্টের সামনে। আগের নাম পাখি বাড়ি। এখানে আগে একটি শহীদ স্তম্ভ বানিয়েছিলেন এ বাড়ীর মেজো ছেলে গনেশ দাস। প্রতিবছর নির্দিষ্ট দিনে যথোচিত মর্যাদায় ভারতের ত্রিবর্ন রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করতেন। বর্তমানে তিনি প্রয়াত। কিন্তু পাড়ার ছেলেরা বিশেষকরে দুধ পুকুর শিবমন্দিরের ছেলেরা এখনো স্থানটি অক্ষত রেখেছেন। সোমবার সেখানেই পালিত হলো প্রজাতন্ত্র দিবস। আর যিনি পতাকা উত্তোলন করলেন,বাচ্চাদের চকলেট বিস্কুট দিলেন তিনি সন্দীপ বাগুই (গোপাল)।

৩৪নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নেতৃত্ব ৫০০০ লোকের চড়ুইভাতি

বাগুইআটি পত্রিকা: সবাই সারা বছর অপেক্ষা করে থাকেন । কবে হবে চড়ুইভাতি বা বনভোজন। কারন এখানে ভোজনের পাশাপাশি হয়ে যায় দেখাসাক্ষাৎ এককথায় জমাটি গেট টুগেদার। রবিবার সকালে ৩৪ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর রঞ্জন পোদ্দারের পরিচালনায় ৫০০০ মানুষকে নিয়ে হয়ে গেল একটি বনভোজন। সহযোগিতায় জয়ন্ত বিশ্বাস,কৌশিক,বিকাশ গুপ্ত, আইএনটিটিইউসি নেতা কেশব দত্ত,যাদব মিশ্র,টুকাই চক্রবর্তী প্রমুখ। সকালে জলখাবারের ছিল চা,কফি,কড়াইশুটির কচুরি, আলুর তরকারি আর সন্দেশ। দুপুরের লাঞ্চে পাতে পড়েছিল ভাত, ডাল, বেগুন ভাজা, সবজি, চিকেন, চাটনি, মিষ্টি। খাওয়ার পাশাপাশি শিশু ও মহিলা সহ সবার বিশেষ কিছু খেলা ছিল। সবাই খুব উপভোগ করেছেন। প্রশংসা করেছেন পৌর প্রতিনিধির। বিধাননগর বিধানসভার এই চড়ুইভাতিতে উপস্থিত ছিলেন তুলসী সিংহ রায়, রত্না কর প্রমুখ।

ডি ফর ড্রইং আর্ট স্কুলের সরস্বতী পুজোয় উদ্যোগ

বাগুইআটি পত্রিকা: দেশবন্ধুনগরের ডি ফর ড্রইং আর্ট স্কুলের পরিচালনায় ষষ্ঠ বর্ষে পড়লো 'মা আসছে' অনুষ্ঠান। কৌশিক হরির সৌজন্যে ২৩ জানুয়ারী ড্রইং স্কুলের প্রায় ৮০ জন ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও নীলাদ্রী অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দারা মা সরস্বতীর আরাধনা করছেন। ২০ জানুয়ারী হলো মায়ের চক্ষুদান ও এলাকাকে দৃষ্টিনন্দন করতে নানা সুসজ্জিত ছবি আঁকা। দেখা গেল একাধারে অভিভাবিকারা পাশাপাশি বসে নানা ধরনের ছবি আঁকছেন। বাবারাও পিছিয়ে নেই। রং তুলি নিয়ে সৃজনশীল কাজে ব্যস্ত। বাবা মায়েদের

এই কাজ দেখে ছেলেমেয়েরা দারুন খুশি। তারা ছোট ছোট আঙুলে রং তুলি নিয়ে বিভিন্ন দেওয়ালে ভরিয়ে তুলেছেন নানা সৃষ্টি। এককথায় নয়নাভিরাম দৃশ্য। যে দেওয়াল গুলি গুটকার দৌলতে ও চুনসুরকির খসে পড়াতে দৃষ্টি কটু হচ্ছিল, আজ সেগুলিই হয়ে উঠেছে দৃষ্টিনন্দন ও শৈল্পিক। ইতিমধ্যেই হয়তো এইজন্য দেশবন্ধু নগরের এই অঙ্কন কেন্দ্রটি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

সৃষ্টি কলাকেন্দ্রের পরিচালনায় সফল হলো কায়োকুসিন ইয়ুথ কাপ ২০২৬

বাগুইআটি পত্রিকা: ভালো শিক্ষক থাকলে যেমন একটি প্রতিষ্ঠান জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, তেমনি গনেশ সমাদ্দারদের মতো প্রশিক্ষকদের জন্য ভালো ভালো ক্যারাটেকা তৈরী হয়। বাগুইআটির বুকে দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সঙ্গে চলছে সৃষ্টি কলা কেন্দ্র। তাদের দ্বারা চলে একটি ক্যারাটে প্রশিক্ষন কেন্দ্রও। গত ১০ এবং ১১ জানুয়ারী বাগুইআটির বাগুইপাড়ার হরিসভা পার্শ্বস্থ মাঠে অনুষ্ঠিত হলো দু দিন ব্যাপী কায়োকুসিন ইয়ুথ কাপ ২০২৬। এই প্রতিযোগিতার অতিথি সেবক ও সভাপতি সেন্সি গনেশ সমাদ্দার, যিনি স্টেট ডাইরেক্টর (আইক্যাক) এবং ইন্টারন্যাশনাল ক্যারাটে অ্যালায়েন্সের কায়োকুসিনরুর ভারতীয় শাখা প্রধান। প্রতিযোগিতার সম্পাদক সেন্সি

প্রসেনজিৎ বোস। এটি অল বেঙ্গল ওপেন কায়োসকিন ক্যারাটে আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতা। বহু ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে অংশগ্রহন করে। এসেছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিচারক মন্ডলী ও অফিসিয়াল। প্রসঙ্গত,এটি ইন্টারন্যাশনাল ক্যারাটে অ্যালায়েন্স কিয়োকুসিনরুর অন্তর্ভুক্ত। ১০ জন বিজয়ী প্রতিযোগীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিন দমদম পৌরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল পার্থ বার্মা। সকলেই অতিথি সেবক গনেশ সমাদ্দার ও তার টিমের আতিথেয়তার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

শিক্ষক শীর্ষেন্দু পালের কিশোর উপন্যাস আনুষ্ঠানিক প্রকাশ

বাগুইআটি পত্রিকা : ২৪ জানুয়ারি এক অনাড়ম্বর, ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হুগলীর দিগসুই সাধনা সাহিত্য কুটির এর দ্বিতলে প্রকাশিত হলো বার্ণিক প্রকাশন থেকে শীর্ষেন্দু পালের লেখা কিশোর উপন্যাস 'দিঘলডাঙার হাট'। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন লেখকের সুহৃদ এবং স্বজনেরা। উপস্থিত ছিলেন দিগসুই গঞ্জামের বিশিষ্ট জনেরা। গান, কবিতা পাঠ, আবৃত্তির আয়োজন ছিল। লেখকের প্রয়াতা মাতৃদেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত এই উপন্যাসের মোড়ক উন্মোচন করেন ডঃ সোমনাথ ঘোষ, জগবন্ধু ঘোষ, সমীর আচার্য্য, মুকেশ ঘোষ, বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। লেখকের অন্যতম সুহৃদ হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লেখকের সহধর্মিণী মৌমিতা পাল, রাজা ঘোষ, শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়, দেবাশীষ নিয়োগী, রজত মণ্ডল এবং অন্যান্য অনেকেই। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দীপায়ন মুখোপাধ্যায়। লেখক জানালেন, কলকাতা বইমেলায় বইটি পাওয়া যাচ্ছে বার্ণিক প্রকাশনের স্টলে। স্টল-৫৯২, গেট -৯।

Jeans Club
JEANS, SHIRTS
PANTS BAGUIATI
AC MARKET
9830819234

Gopidas
A house of Boutique Sarees
Baguiati AC Market,
Shop No.G-20A, Kolkata-59
Phone : 9051661693

DOCTOR
Little Steps CLINIC
SMALL STEPS TOWARDS HEALTHY LIFE
113/2, BLOCK-C, BANGUR AVENUE, KOL-55
:: FACILITIES ::
➲ CHILD SPECILIST ➲ GENERAL & FAMILY PHYSICIAN ➲ ALL VACCINES ➲ DAYCARE FACILITY
For Appointment : 9874351313
Timing : 10am to 2 pm & 4-9pm everyday
Sunday Open, Monday Closed

Mobile : 8013246186
BIS
Sundari Jewellers
For latest design ornaments Silver, Gold (22 KDM)

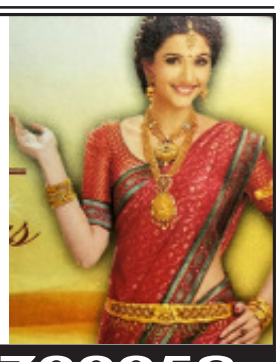

Baguiati Main Road, Kolkata-700059

MRINALINI SALES EMPORIUM
Opp. Baguiati A.C. Market
Mobile : 8274930552
MRINALINI
Rail Pukur Road
Mobile : 9830886876
Furniture, Electrical Goods & Diff. Companies Fans available in these two shops

M. G. ELECTRONICS
Baguiati's Most Trusted Bengali Electronics Store-Serving You For 40 Years With The Best Prices & Exceptional After Sales Service
BAGUIATI BAZAR 74392 46011
BAGUIATI UNIT - I 033 2576 6021
TEGHORIA 033 2529 8009
BIRATI 74395 76617

ন্যায্য দাম এক দর
লেদকো
AVAILABLE
CAMPUS ● ABROS ● FLITE ● ASIAN
CHAMPS ● STRAPON ● PARAGON
AJANTA ● AEROBLU ● WALKAROO

বাগুইআটি ভি.আই.পি. সুপার মার্কেট, কলকাতা - ৭০০ ০৫৯

Printer, Publisher & Owner SHIKHA BHATTACHERJEE and Published from Shanti Nibas Apartment, B/B-12/4/6, Rabindra Pally, Jyangra, P.O.- Jyangra, P.S.- Baguiati, Kolkata-700059, North 24 Parganas, West Bengal, India and Printed at New India Art Press, Deshbandhu Pally, Bhatrapolly, Barasat, North 24 Parganas, Kolkata-700126, West Bengal, India.
Editor : SHIKHA BHATTACHERJEE Mobile : 9830674898, Whats App : 7980129240, E-mail : baguiatipatrika@gmail.com